বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(¢p¢im ¢l¢ine¡m S¢lS¢XLn¡e)

Ef¢Ùax
¢hQ¡l f¢a Se¡h nl£g E¢Ÿe Q¡Lm¡c¡l
Ges
বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

দেJu¡e£ ¢l¢ine 1470/2010

মোঃ জয়নাল ওরফে মোঃ জয়নাল আবেদীন গং
----weev`x-‡i¯úb‡W›U- cÖlM¡ÙL¡l£NZz
he¡j
মোঃ আজিজুল হক গং
----ev`x-AvcxjKvix-Af¡ f r NZz
Se¡h মোহাম্মেদ আলী আজম, এ্যাডভোকেট
-----cÖlM¡ÙL¡l£MYপক্ষে।
Se¡h ®j¡x রেজাউল ইসলাম, এ্যাডভোকেট
--- 1-12 ew Af¡ f r M‡Yi c‡¶|

öe¡e£ J l¡u fËc¡ex নভেম্বর 29, 2012 ¢MËx

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

Aœ l¦m¢টর উদ্ভব হইয়াছে MvRxc‡ii weÁ kN¤ ®Sm¡ SS, ¢àa£u আদালতের দেওয়ানী ৩৭/২০০৫ নং আপীলে cPwiZ 10/03/2010 ¢MËa¡¢lখের l¡u Hhw 20/03/২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্বাক্ষরিত ডিক্রির বিরুদ্ধে, ®k l¡u J ¢X‌ক্রেমূলে MvRxc‡ii weÁ সিনিয়র সহকারী জজ, দ্বিতীয় আদালতের ®cJu¡e£ 77/1996 ew ®j¡LŸj¡q cPwiZ খারিজের রায় ও ডিক্রিকে রদ ও রহিত করিয়া B f£m¢V j ‘ l করা হইয়াছে।

রুলটি নিস্পত্তির স্বার্থে মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, 1 হইতে ৯ew Af lপক্ষের পিতা এবং ১০-13 ew Af l f r pq Ae¨ HLSe বাদী হিসাবে গাজীপুর

¢p¢eul pqL¡I£ SS, ¢àa£u Bc¡j‡Z নালিশী তফসিলের সম্পত্তিi üaÅ¢O¡oZ¡I নিমিত্তে cCJu¡নী ৭৭/১৯৯৬ নং মোকদ্দমা দায়ের করেন।

সংক্ষেপে আরজীর বর্ণনা হCm, e¡¢mn£ S¢j I ¢p,Hp,®ILX£u j¡¢mL ছিলেন ইছবালী। এস,এস,রেকর্ডে পরবর্তীতে ইছবালীর নাম শুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়। CRh¡m£ 23/১২/৬০ ইং তারিখের ২০৫৪৭ নং দলিল মূলে ২২৮ নং দাগ হBতে ১.০৫ HLI pÇf¢š ®Rলে jm 1ew বাদীর বরাবর হস্তান্তর করে। ইছবালী বাকী সম্পত্তিতে ওয়ারিশ হিসেবে এক স্ত্রী ফজর বানু, এক ছেলে 1ew h¡c£, ৩ মেয়ে মানিকজান, রাবেয়া ও ৩১নং বিবাদীপক্ষকে Iqwik iwLqv মারা যায়। ফজর বানু মারা গেলে ১ ছেলে বাদী ও ৩ মেয়ে মানিকজান, রাবেয়াও ৩১ নং বিবাদীনি থাকে| রাবেয়া খাতুন মারা গেলে ü¡j£ 5ew h¡c£, ৩ ও ৪নং বাদীকে রেখে মারা যায়। বাদীগণ নালিশী জমিতে ষোল আনা মালিক দখলকার নিয়ত হন ও আছেন। নালিশী জমির আর,এস, রেকর্ড ভুলভাবে বাদীদের নামে না nBqv KZK ¢hh¡c£‡`i নামে I KZK weev`xi bv‡g ‡iLX হইয়াছে। নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীদের কোন üaÅcMm ®eCz Hja¡hÙ¡u h¡c£NZ e¡¢mn£ pÇf¢šI ®o¡m e¡e¡ j¡¢mL মর্মে ষোঘণা মূলক ডিক্রির প্রার্থe¡u Aœ j¡j m¡ দায়ের ক¢Iu¡ছেন।

অপরদিকে ১,৪ ও ৫ ew ¢hh¡c£fr ¢m¢Ma Sh¡h c¡¢Mm fÐa¡¢c£a¡ করে। তাq¡দের জবাবের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য qCm মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে AQm, j¡j m¡¢V তামাদি আইনে বারিত এবং পক্ষদোষে দুষ্ট। প্রকৃত বর্ণনায় বলা হয় যে, নিলাম খরিদ মূলে নালিশী জমির মালিক দখলকার হন মোঃ হোসেন আলী এবw ®p 26/09/24 ¢MË তারিখে ৫৯৯৮ নং দলিল মূলে উবেদুল্লা বরাবর হস্তান্তর করে। উবেদুল্লা ১৪/০৭/৪৩ ¢MËতারিখে ১১০৬৯ নং c¢hm HJu¡S ®qh¡e¡j¡ c¢mm j¤লে e¡¢mn£ S¢jpq AeÉ¡eÉ pÇf¢š Ù£ J 6 fœ hI¡hI qÙ¡¿¹I L¢Iu¡ cMm h¢Tu¡ ®cuz উবেদুল্লার ১ পুত্র মোঃ সেরাজুল হককে রাখিয়া ইন্তেকাল করেe, মোঃ সিরাজুল হক 5

fœ ab¡ 1-৫ নং বিবাদী ও ২ কন্যাকে l¡¢Mu¡ মারা যান। পরবর্তীতে এস,এ,রেকর্ড অনুযায়ী উবেদুল্লার উত্তরাধিকারীগণের নাম আর,এস, ৫৩ নং খতিয়ানে রেকর্ডভূক্ত qCলে ও উক্ত রেকর্ডে মালিকানা বিহীন সামসুদ্দিন গং এর নাম ভুলবশতঃ রেকর্ড qJu¡u a¡nv l¡ Bx j¡লেক গং hl¡hl 19/04/87 ¢MËতারিখে ৪৩৯৪ নং নাদাবী c¢mm L¢lu¡ ®cuz আর,এস ৫৩নং খতিয়ানে মালিকানা বিহীন আঃ ছোবাহানের নামে ®lLXi š² qCলে আঃ ছোবাq¡e 26/11/88 ¢MËতারিখে ১৯৭৪ ew e¡দাবী দলিল মূলে e¡¢mn£ S¢jpq Ae£¡e£ S¢j 6-৮ নং বিবাদীগণের পিতা আঃ L¡লেক এবং ১২-16 ew বিবাদীগণের পিতা আঃ j¡bvb বরাবরে রেজিস্ট্রী ক¢lu¡ ®cez 1ew jm h¡c£ hlj£ ইউনিয়ন পরিষদে নালিশী সম্পত্তির বিষয়ে ৪১/৯৪-৯৫ নং মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমার রায়ের ২৪ নং পাঠানটেক মৌজায় ১১ নং খতিয়ানে ৫৫নং দাগে ২.৪২ একর জমি প্রায় ৭০ বছর পূর্বে বিবাদীগণের পিতা উবেদুল্লা খরিদ করিয়া ভোগ দখল L¢lu¡ Bwm‡Z‡Qb h¢mu¡ উল্লেখ করা হয়। ১নং h¡c£ একই নালিশী জমি নিয়ে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৬০/৯০ নং মামলা দায়ের করেe, k¡q¡ M¡¢lS quz Eš² মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নালিশী সম্পত্তিতে ১৪ ও ১৫ নং বিবাদীগণ ভোগ দখলে আছে মর্মে রিপোর্ট দেন। নালিশী জমিতে বাদীপক্ষের কোন স্বত্ব দখল নেই। কাজেই বাদীপক্ষের আনীত মিথ্যে মোকদ্দমাটি খারিজ হCবে।

অপরদিকে 14-15 ew ¢hh¡c£ f r ¢m¢Ma Sh¡h ¢cu¡ fÊãà¢ca¡ করেez a¡q¡দের জবাব এর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হCলে মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে অচল, তামাদি দোষে বারিত ও পক্ষদোষে দুষ্ট। প্রকৃত বর্ণনায় অত্র বিবাদীপক্ষ যে বর্ণনা প্রদান L¢lu¡ছে তাq¡ ১,৪ও৫ নং বিবাদী পক্ষের জবাবের প্রকৃত বর্ণনার সাথে হুবহু একই রুপ হওয়ায় অত্র বিষয়ে এখানে পুনরায় বর্ণনা দেওয়¡র প্রয়োজন e¡Cz Aœ ¢hh¡c£ f r ১,৪ও ৫ নং বিবাদী পক্ষের জবাবের মত একই রুপ দাবী করে বাদীপক্ষের মামলাটি খারিজের প্রার্থনা করিয়াছে।

Aœ j¡jm¡u 6-8 ew ¢hh¡c£f r Sh¡h c¡¢Mm L¢l u¡ fÐa¡à¢ca¡ করেez অত্র জবাব এর বর্ণনা বাদী পক্ষের আরজীর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ বা একরুপ।

Aaxfl h¡দীপক্ষ তাহাদের মোকদ্দমা প্রমানের Se£ 4 Se p¡r£l ®j±¢ML সাক্ষ্য প্রদানসহ যে সকল দালিলিক সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করেন তাহা প্রদর্শনী ১ হইতে ৪ পর্যন্ত চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে বিবাদী পক্ষ তাহাদের মোকদ্দমা fÐমানের জন্য ৮ জন মৌখিক সাক্ষী উপস্থাপনসহ যে সকল দালিলিক সাক্ষ্য EfÙ¡fe করেন তাহা প্রcne£ A হইতে C fk¿ ¢Q¢q²a quz Aaxfl ¢h' ¢hQ¡¢IL Bc¡ma উভয় পক্ষের দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য, আরজির-জবাব এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শ্রবণ শেষে মোকদ্দমাটি ১,৪-5,6-8,14-15 ¢hh¡c£l বিরুদ্ধে দোতরফা সূত্রে এবং অন্যান্য বিবাদীদের বিরুদ্ধে এক তরফা সূত্রে খারিজ Gi ivq wWwµ c`vb K‡ibz অতঃপর উক্ত রায় ও ডিক্রির বিরুদ্ধে বাদীc¶ pwr ì qCu¡ ¢h' জেলা জজ আদালতের দেওয়ানী ৩৭/২০০৫ নং আপীল মোকদ্দমা দায়ের করেন। যাহা öe¡e£অন্তে ¢eÖf¢šl Se£ বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ, দ্বিতীয় আদালতে বদলী হইলে বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ, নিম্ন আদালতের রায়, উভয় পক্ষের দাখিলীয় কাগজপত্র এhw ¢h' আইনজীবীদের বক্তব্য শ্রবণ পূর্বক আপীলটি মঞ্জুর করেন এবং নিম্ন আদালতের রায় ও ¢X¢œ² Ic J I¢qa quz যাহার পরিপ্রেক্ষিতে 1,2,3,5,8ew ¢hh¡c£-রেসপনডেন্ট দরখাস্তকারী হিসাবে দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(এ) ধারায় wiwfkbvj দরখাস্ত করিলে অত্র রুলের উদ্ভব হয়।

রুলটি শুনানীকালে দরখাস্তL¡l£ পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোহাম্মদ Bm£ BSj নিবেদন করেন যে, ®j¡LŸj¡wU ¢hQ¡l¡d£e b¡L¡ AhÙ¡u h¡c£-Aflf r হইতে Bl¢S Hhw fÊÙ¡¢he¡ সংশোধনের নিমিত্তে এক সংশোধনীi `iLv¯ `wLj K‡ib| kiqiI jm ¢hou¢V ¢Rm Bl,Hp, ®ILX ïj¡aL এবং তৎমর্মে বাদী-অপরপক্ষের সংশোধনের দরখাস্ত¢V 06/০৪/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে ১০৯ নং আদেশমূলে

j”l quz ¢L¿ ¢h‘ wePwiK আদালত উক্ত বিষয়ের উপর কোন বিচার্য বিষয় গঠন না করিয়া তর্কিত রায় প্রদান করিয়াছেন এবং আপীল আদালত ও এ সম্পর্কে কোন বির্চায বিষয় গঠন করেন e¡Cz এমনকি বিষয়টি আলোচনায়ও নেন নাই। এই ধরনের ¢ha¢La বিষয়ের উপর স্বাভাবিক ভাবে বিচার্য বিষয় গঠন করা উচিত ছিল। Hje¢L a¡q¡ ¢X¢œ² প্রদানের পূর্বেও k¢c EcO¡¢Va quz ¢L¿º¢h‘ ¢ejÀ Bc¡maàu বিষয়টির উপর মোটেই আলোকপাত করেন নাই। যাহা দেওয়ানী কার্যবিধি আদেশ ১৪ নিয়ম ৫ এর বিধান বহির্ভূত বিধায় তর্কিত নিম্ন আদালতের রায় দুইটি lc J l¢qa ®k¡NÉ Hhw ®j¡LŸj¡¢V বিচারিক আদালতের পুনঃ বিচারের Rb¨ ¢lj¡‡ä ফেরত পাঠানো eÉ¡uax h¢mu¡ c¡h£ করেন।

অন্য দিকে ১-১২নং অপর পক্ষের বিজ্ঞ BCeS£h£ Se¡h ®lS¡Em Cpm¡j i"‡ji বিরোধিতা করিয়া নিবেদন করেন যে, মোকদ্দমাl ph...¢m ¢hQ¡k ¢hou গঠন করা না হইলেও যদি তাহা আলোচিত হয় তাহা হইলে তাহাতে তেমন কে¡e A¢euj pwN¢Wa qu e¡ ¢hd¡u a¢La রায়ের উপর তেমন প্রভাব ফেলে না k¡q¡ fË¢ÖWa ¢eujz তবে তিনি আরোও নিবেদন করেন যে মোকদ্দমাটি রিমান্ডে প্রেরণ করিতে হইনে a¡q¡ B f£m আদালতে পাঠানো k¢J²kJ² qCবে বলিয়া দাবী করেনz

আমরা উভয় পক্ষের বিজ্ঞ BCeS£h£দের hJ²hÉ nËhZ L¢lm¡j Hhw ¢h‘ নিম্ন আদালতদ্বয়ের তর্কিত রায় সমূহ, নথিতে সংশ্লিষ্ট দলিল পত্রাদি পর্যালোচনা L¢lm¡j, নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথমে মোকদ্দমাwU HL¢V üa ®O¡oZ¡l ®j¡LŸj¡ ¢Rmz পরবর্তিতে বাদী অপরপক্ষ সংশোধনী আনায়ন করেন। ®kM¡নে üa ®O¡oZ¡pq বিবাদীদের নামে প্রচারিত আর,Hp, ®lLX ïj¡aÈÂ এবং উহা সংশোধনের ¢X¢H²l fË়না করেন, k¡q¡ ¢h‘ ¢hQ¡¢lL Bc¡j‡Z 06/04/2004 ¢MÊ:a¡¢lM 109 ew আদেশ মূলে সংশোধিত হয়। প্রকাশ থাকে যে যদিJ ইতিপূর্বে 1ew jm h¡c£ 1ew সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এর পরবর্তীতে ইন্তেকাল করিলে ১(L)-1(H·)

ew ¢hh¡c£NZ a¡q¡l Øqm¡¢i ষিক্ত হইয়াছেন। ¢h' ¢hQ¡¢lL Bc¡ma ®j¡LŸj¡¢V নিষ্পত্তির স্বার্থে যে বিচার্য বিষয়গুলি গঠন করিয়াছেন তাহা নিম্নরুfx

1z মোকদ্দমাটি বর্তমানে আকারে প্রকারে চলতে পারে কিনা?

2z মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত কিন¡?

৩। মোকদ্দমাটি পক্ষ দোষে cÔV ¢Le¡?

4z নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের স্বত্ব ও দখল আছে কিনা?।

৫। বাদী পক্ষের প্রার্থিত মতে প্রতিকার পাইতে পারে কিনা?

নথি দৃষ্টে যদিও দেখা যায় যে, h¡c£ Bf£mL¡l£ Af l পক্ষের সংশোধনীর দরখাস্ত আংশিক শুনানীর পরে দাখিলLaz ®kহেতু সংশোধনীর ¢hou¢V ®j¡LŸj¡i ক্ষেত্রে খুবই গুরুa hqe করে এবং মোকদ্দমার আকার J fËLªa c¢ie¢×করে এবং যেহেতু ¢hou¢V ¢eÖf¢šl SeÉ fbL ¢hQ¡h ¢hou NWe Ll¡ আবশ্যক ছিল সেহেতু বিজ্ঞ বিচারিক আদালত এবং পরবর্তীতে বিজ্ঞ আপীল আদালত তাহা বিবেচনায় নিতে ব্যথ হইয়াছেন, যাহার ফলশ্রুতিতে ïj¡aÅ ভাবে ন্যায় বিচার ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া fËa£uj¡e quz এ ক্ষেত্রে দেওয়ান£ L¡kবিধি আদেশ ১৪ নিয়ম ৫(১) Hl ¢hd¡e Aek¡u£ ¢h' ¢hQ¡¢lL Bc¡m®al বিচার্য বিষয় সংশোধন করা উচিৎ ছিল, Hje¢L প্রয়োজন অনুযায়ী ডিক্রি দেওয়ার পূর্বে বিচার্য বিষয় সংশোধন করাi তাগিদ উপরোক্ত আদেশ ও নিয়মেi BJa¡q h¡dÉবাধকতা রহিয়াছে।

HL¢V ®j¡LŸj¡র প্রয়োজনীয় বিচার্য বিষয় MVb Ll¡ nBqv‡Q ¢Le¡ a¡q¡ Bc¡ma Hhw BCeS£h£ উভয়ের দেখা কর্তব্য। কোন আদালত প্রয়োজনে বিচার্য ¢hou MVb না করেই কোন মোকŸমা শুনানী চুড়ান্ত করিলেই তাহা গুরুai A¢euj h¢mu¡ NZÉ হইবে Hhw Eq¡ XJ² Bc¡mal রায় ও ডিক্রির উপর প্রভাব ফেলিবেz

উপরোক্ত আলোচনাq Cq¡ pØf¢ÖV fËa£uj¡e ®k, ®j¡LŸj¡¢V j"l£La সংশোধনী দরখাস্ত অনুযায়ী নতুন বিচার্য বিষয় গঠন করা আবশ্যক qCu¡ f¢su¡¢Rmz

¢L¿ উক্ত সংশোধনীর দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন বিচvh ¢hou MVb বা সংশোধন e¡ L¢lu¡ weÁ ¢hQ¡¢lL Bc¡ma যেমন ভুল করিয়াছেন তেমনি weÁ B f£m Bc¡j‡Z J ®pC im Ah£¡qa l¢qয়াছে বলিয়াই নথি দৃষ্টে প্রতিয়মান। Hja¡hØq¡u ®j¡LŸj¡¢V নতুন সংশোধনী অনুযায়ী পুনঃ বিচার্য বিষয় MVbpq তাহা নিষ্পত্তির স্বার্থে বিচারিক Bc¡j‡Z wigv‡Û পাঠানো AvBbvbM h¢mu¡ আমাদের অভিমতz

AaHh,

gm¡gm,

উপরোক্ত wb‡`kbvi আলোকে I¦m¢V Qs¡¿ (G¨vemwjDW) LI¡ qCm| wbæ Av`vj‡Zi ivq I wWwµ mgn i` I iwnZ Kiv nBj Ges ‡`Iqvbx 77/1996 bs †gvKÏgwU cbt wePv‡ii Rb¨ MvRxc‡ii weÁ wmwbqi mnKwi RR Av`vj‡Z wigv‡Û †cib Kiv nBj| Ges †h‡nZ †gvKÏgwU civZb †m‡nZ 6(Qq) gv‡mi g‡a¨ wb®úwËi ZwM` iwnj| AÎ Av`vjZ nB‡Z c`Ë ¯wMZ I A¯vqx wb‡lavÁvi Av‡`k cZ¨vnvi Kiv nBj|

রায়ের কপিসহ নিম্ন আদালতের নথি অতিসত্বর ফেরত পাঠানো qELz

¢hQ¡l f¢a Se¡h nl£g E¢Ÿe Q¡Lm¡c¡lx

B¢j HLjaz